"নারীদের সন্মান"

আমাদের প্রবাস জীবনে সাপ্তাহিক মেলামেশার বিভিন্ন উপলক্ষগুলির মধ্যে মিলাদ মাহফিল একটা অন্যতম উপলক্ষ। বিভিন্ন কারনে এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় উপলক্ষে প্রায় প্রতিটি মুসলিম পরিবারেই মিলাদ ও দোয়ার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমরা মোটমুটি সবাই ধর্মীয় ও সামাজিকতার কারনে এই সব মাহফিলে অংশগ্রহন করে থাকি। মাহফিলে অনেক ধর্মীয় আলোচনা হয়ে থাকে যার সব কিছুই কিছুটা ধর্মীয় কারনে হোক বা ছোট কাল থেকে মগজ ধোলাইর কারনে হোক চুপ করে শুনে যাই তবে অনেক কথাই মনের যুক্তির সাথে মিলাতে পারি না। অনেক সন্মানিত মহিলারা খুবই সন্মানিত বোধ করেন ইসলামিক বিয়ের কারনে। অধিকাংশ, ঠিক অধিকাংশ নয় মোটমোটি সবাই একমত হন ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ঠ কারন এখানে নারীদের পক্ষে সমস্ত খুটিনাটি বিষয়ে খেয়াল রাখা হয়েছে। এমন কি বিয়ের মত তুচ্ছ বিষয়ে ও (বিয়েটা নাকি তুচ্ছ !!!!) মেয়েদের সন্মতির কথা ভাবা হয়েছে। তাদের মতে অন্য কোন ধর্মে নাকি এভাবে মেয়েদের সন্মতি নেয়ার রেওয়াজ নাই। শুধু মাত্র ইসলাম ধর্মে আছে (যা সত্যি নয়)। খৃস্টান ধর্মের বিয়েতেও আমরা সন্মতি নিতে দেখি । আমাদের চারি পাশে আমরা যদি ভালভাবে তাকাই তবে দেখতে পাব যে বিয়ের সময় মেয়েদের সন্মতি নেয়াটা একটা প্রহসন মাত্র। গল্পে, সাহিত্যে, নাটকে সিনেমায়তো আমরা তা প্রতি নিয়তই দেখছি । এখানে আমি আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচিত্রকার শ্যাম বেনেগেলের নির্মিত "জুবাইদা" সিনেমাটির উল্লেখ করতে চাই। ইতিহাস খ্যাত ফতেপুরের রাজবধু জুবাইদাকে নিয়ে নির্মিত এই ছবিতে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে দেখিয়েছেন ইসলাম ধর্মে মেয়েদের সন্মতি নেওয়ার প্রহসন পর্বটি।

যে ধর্মে মেয়েদের সাক্ষ্য আদালতে গ্রহন করা হবে কিনা আজো প্রশ্ন রাখে। দুজন নারীর সাক্ষী এক জন পুর□ষের সমান হবে কিনা তাও ক্ষেএ বিশেষে প্রশ্ন রাখে। যাদের পড়াশুনার আলোবাতাস ধর্মীয় গন্ডিতে আবদ্ধ, যেখানে বোরখা পরা নেই বলে স্কুল ছাত্রী আগুনে পুড়ে সে ধমের্র মেয়েদের সন্মতি নিয়ে বিয়ে দেয়া হয় !!!

কোথায় আছি আমরা আজকেও ! ৫০০ লোককে দাওয়াত করে সমস্ত আয়োজন শেষে আসা হয় মেয়ের অনুমতি নিতে। কোন মেয়ের এত সাহস তখন " না বলার" সেই পরিস্থিতিতে? আর না বললেই শুনছে কে তখন? এমন উদাহরন কি আছে যে মেয়ে তখন সন্মতি দেয়নি তাই বিয়ে হয়নি? আরও মনে প্রশ্ন জাগে যখন কাবিন প্রথা নিয়ে মেয়েদের গর্বিত হতে দেখা যায়। যার যত বেশী কাবিন হয় বা হয়েছে সে যেন তত বেশী গর্বিত এবং দামী মনে করে

থাকে। এ যেন বাজারে বিক্রিত পন্যের মত। আমার তখন মনে হয় তবে কি মেয়েরা বাজারে কিনতে পাওয়া জিনিষ? আমার কাছে মনে হয় মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের যেন পন্য বানাতে উৎসাহী।

ইসলামে পুরুষদের প্রয়োজনে চারটে বিয়ে করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে তার সম্স্লর্কে মহিলাদের যুক্তি শুনলে ভাবতে হয, কোন বোকারা বলে মেয়েদেরকে মেয়েরা সহ্য করতে পারে না, মেয়েদের শত্রু মেয়েরাই। তাদের কথা শুনলে মনে হয় কি বন্দ্বু ভাবাপন্ন মনোভাব তাদের স্বামীর অন্য স্ত্রীদের প্রতি।

সেই সময়ে (ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থায়) আরবের সমাজব্যবস্থায় বিয়ে ছাড়া মেয়েদের চলার যেমনি কোন উপায় ছিল না তেমনি আজো নেই। পুরুষের চারটি বিয়ে করা বা এই ধরনের নিয়মগুলির মুল যে তৎকালিন আর্থ সামাজিক সমাজব্যবস্থা, অন্য কিছু নয় তা বুঝতে তো বেশী কষ্ট হওয়ার কথা নয়। অথচ এই বাস্ত ব বিষয়টাকে সম্পুর্ন আড়াল করে তাকে আল্লাহর আইন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে । আর কেন আল্লাহ এ ইচ্ছা পোষন করলেন তার যুক্তিগুলো কি ঠান্ডা মাথায় বিশ্লেষন করতে পারি?

সবকিছু কিছু শোনার পর জানতে ইচ্ছে করে এত অধিকার ইসলাম নারীদের দেয়ার সত্বেও এত সন্মান মুসলমান নারীদের জন্য থাকা সত্বেও কেন মুসলিম নারীরা খৃষ্টান বা হিন্দু বা অন্য ধর্মের নারীদের থেকে এত যোজন পিছিয়ে আছেন। অন্য মেয়েরা যখন মহাকাশে ভ্রমন করে আমরা তখন রান্না ঘরে বা আতুর ঘরে। এই ইউরোপে ছেলে মেয়েরা যখন এক সাথে পাল্লা দিয়ে কর্ম জীবনে সংগ্রাম করে তখন মুসলমান মেয়েরা ব্যস্ত থাকে স্বামীর পছন্দের খাবার তৈরী করতে। । এমনি করে হাজারও প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর পাই না। কেবলই মনে হয় ধর্মে এত সন্মান দেয়া সত্বেও কেন নারীরা আজ এত পিছনে পড়ে আছে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

তানবীরা তালুকদার।
০৫-০৩-২০০৫।